বিশুদ্ধ সমাজভাষাবিজ্ঞান

রাজীব হুমায়ুন

যে কোন ভাষার অধিকাংশ শব্দ-প্রতীকের আড়ালে থাকে সমাজের নিয়ম-কানুন, প্রথা-পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা। বাগদান মানে কাউকে কথা দেওয়া নয়; এ শব্দের আড়ালে আছে বাঙালি সমাজের বিয়ের রীতি-নীতি। এ শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, বিয়ে উপলক্ষে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ে সম্পর্কিত চুক্তির প্রসঙ্গটি। গায়ে হলুদ বলতে শরীর অথবা হলুদকে বোঝায় না; এ শব্দের আড়ালে আছে বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠান। কথ্য বাংলায় সৎমা, সৎভাই সৎবোন ইত্যাদি শব্দ পলিগ্যামি ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু 'বিপিতা', 'বৈপিত্রেয়' শব্দের অভাব সমাজে পলিএ্যান্ড্রির অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। একান্ন পরিবার ব্যবস্থা বোঝা যায় 'চাচাতো ভাই', 'চাচাতো বোন', শব্দাবলী থেকে। একান্ন পরিবার ভেঙে গেলে এসব শব্দ নাও থাকতে পারে। একান্ন পরিবারের কারণে আন্তরিক ভাবী/বৌদি শব্দ আছে। একান্ন পরিবার ভেঙে গেলে অথবা সমাজ ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন এলে 'ভাবী' শব্দটি উঠে যেতে পারে। 'ভাবী' শব্দের বদলে তখন হয়ত ব্যবহৃত হবে 'ভাইয়ের বউ', যেমন হয়েছে রুশ ভাষায় (দ্র. ট্রাজিল, ১৯৭৪, ২৮)।

কৃষক সমাজে পুত্রসন্তানের বয়স বোঝাতে সন্দ্বীপ অঞ্চলে অনেক সময় বলা হত, 'গোলাত ভাত নইন্না অইছে' (মাঠে ভাত নেয়ার বয়স হয়েছে)। শ্রোতা বুঝতে পারতেন, ছেলেটির বয়স আট/নয় বছর। বোঝা যায়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলের বয়স দেখা হত। ঠিক একইভাবে মেয়ের বয়স বোঝাতে মাঝে মাঝে বলা হত, 'কান বিনধাইন্না অইছে' [কান বেঁধানোর/ফোঁড়ার বয়স হয়েছে]। এসব বাক্য থেকে সন্দ্বীপের কৃষক সমাজের একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচয় লাভ করা যায়। আজকাল বয়স বোঝাতে পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের ফলে 'ইস্কুল যাওইন্না অইছে' [স্কুল যাবার উপযুক্ত হয়েছে]-এ ধরনের বাক্যাবলীও শোনা যায়।

কোনো কোনো শব্দ থেকে সামাজিক ইতিহাস, তার বিবর্তনও জানা যেতে পারে। মার্গারেট শ্লচ দুটি শব্দ এবং চিত্রকল্প দিয়ে সেটি বুঝিয়েছেন। কোনো বীর অথবা ক্ষমতাবান ব্যক্তি প্রসঙ্গে এক সময় কোনো কোনো দেশের লোকের মনের পর্দায় বর্মপরা দীর্ঘদেহ

একজন অশ্বারোহীর ছবি ভেসে উঠত (দ্র. শ্লচ ১৯৬৭, ৭৩-৭৪)। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের অনেক ভাষাভাষীর কাছে ক্ষমতাবান ব্যক্তির কথা মনে এলে অশ্বারোহীর বদলে ডেস্ক সামনে নিয়ে বসা কারো ছবি মনে আসত। এখন অশ্বারোহী নয়, আমলাই ক্ষমতার প্রতীক ও চিত্রকল্প (দ্র. শ্লচ ১৯৬৭, ৭৪)।

বর্তমানে ইংরেজিতে 'কোঅপারেশন, কালেকটিভ, কোএকজিসটেন্‌স ইত্যাদি শব্দ একক কর্তৃপক্ষের বদলে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ইঙ্গিত দেয় (দ্র. পূর্বোক্ত, ৭৪)। কথ্য বাংলা থেকে একটি শব্দ নেয়া যেতে পারে, শব্দটি 'দৈবচক্র'। হঠাৎ কোন কিছু ঘটেছে, ঐ অর্থে দৈবচক্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখন কেউ কেউ ব্যবহার করেন, 'ঘটনাচক্র'। দৈবে অবিশ্বাসী সচেতন ব্যক্তিগণ একসময় দৈবচক্র শব্দটি ব্যবহার নাও করতে পারেন।

ভাষার বহু শব্দ সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। ভাষায় প্রতিফলিত হতে পারে, কোনো একটি সমাজের পুরো কাঠামো। অনেক শব্দ বিশ্লেষণ করে রচিত হতে পারে সামাজিক ইতিহাস, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিকোণের বিবর্তনের ইতিহাস। আবার এও সত্য, অনেক শব্দের পেছনে সামাজিক ইতিহাস নেই। কোনো কোনো শব্দ সত্যিই 'arbitrary vocal symbol'। ফলে যে কোনো শব্দচয়নে সমাজ-সংগঠনের প্রভাব সন্ধান জরুরি নয়। প্রতিবাক্য প্রসঙ্গে কথক শ্রোতার ভাববিনিময় যোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা/অগ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নই ওঠে না। দৈবচক্রের বদলে 'ঘটনাচক্র' বললে, অথবা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখলে অগ্রহণযোগ্য হবে না। বাংলায় 'হাউজ'এর প্রতিশব্দ 'ভবন', গৃহ, নিকেতন, আলয় ইত্যাদি শব্দ আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট কোন ভাষাতাত্ত্বিক অথবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সূত্র নেই।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখলে হয়ত অসুবিধে হয় না। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ছেলের নাম 'শ্রী রামচন্দ্র, অথবা বাঙালি হিন্দু ছেলের নাম 'মোহাম্মদ আলী' গ্রহণযোগ্য হবে কি? মুসলমান ছেলে বাড়ি গিয়ে যদি মাকে বলে, 'আম্মা আমায় জল দাও, অথবা ঈশ্বর তোমার সহায় হোক, গ্রহণযোগ্য হবে কি? একইভাবে, হিন্দু ছেলে যদি বলে, আম্মা আমায় পানি দাও', অথবা 'আল্লাহ ভরসা', তাহলেও গ্রহণযোগ্যতা এবং ভাববিনিময় যোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে। বাক্যগুলো গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না, বাক্যের গঠনে সমাজের রীতিনীতি মানা হয়নি বলে।

ভাষা-ব্যবহারকারীকে মাঝে মাঝে সমাজের রীতিনীতি জানতে এবং মানতেও হয়। একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর মূলদায়িত্ব সামাজিক সূত্রাবলী এবং ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রাবলীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়। ব্যক্তির বুলিভাণ্ডারে সমাজ-সংগঠনের প্রভাব আবিষ্কার এবং ভাববিনিময় যোগ্যতার অভাবে গ্রহণযোগ্যতা-অগ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের এটিই প্রধান এলাকা এবং এ এলাকাকেই আমরা বলেছি, বিশুদ্ধ সমাজভাষাবিজ্ঞান।

শ্বেতাঙ্গ মার্কিন পুলিশ কর্তৃক নিগ্রো মনোবিজ্ঞানীকে 'বয়' সম্বোধন, ভাববিনিময় যোগ্যতার অভাবে গৃহীত হয়নি। মারাঠী ভাষাভাষীর প্রশ্ন, 'তোম কাঁহা যাওগে' হিন্দীভাষাভাষী গ্রহণ করেনি প্রশ্নকর্তার ভাববিনিময় যোগ্যতা ছিল না বলে।

ইংরেজিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিকে সম্বোধনের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিসূচক (Second person) একটি মাত্র শব্দ রয়েছে—You। একবচন/বহুবচনের ক্ষেত্রেও এই একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষাভাষী কোনো ব্যক্তিকে You-অর্থে কথ্য বাংলার শুধু তুমি শব্দ জানলে চলবে না, তাকে জানতে হবে, আপনি, আপনারা, তোমারা, তিনি, তারা/তারা, সে, তুই ইত্যাদি। You do অর্থে বাক্যের একটিমাত্র গঠন ভাবলে শুধু চলবে না, তাকে ভাবতে হবে আপনি করুন, তুই কর, আপনারা করুন, তোরা কর, তোমরা করো ইত্যাদি গঠনসমূহ এবং স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে তাকে ব্যবহার করতে হবে একটি গঠন। জার্মান ভাষায় কথা বলতে হলে, Sie, Ihr এবং Du-এ তিনটি গঠন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং বুঝতে হবে এ তিনটি গঠন ব্যবহৃত হয় আন্তরিকতা এবং সামাজিক সম্পর্ক অনুসারে। পোলিশ ভাষা প্রসঙ্গে মার্গারেট শ্লচ এর বক্তব্য উদ্ধৃত হতে পারে :

Polish is even more complicated in its hierarchy of pronominal expressions ranging from **Pan/Pani** (literally : 'the lord, the lady' in the sense of 'You) and panstwo (a neuter form used in referring both lords and ladies). **Wy and ty** (plural and singular) used in less formal situations (১৯৬৭, পৃ. ৭২)

সি গীর্টজ একটা চমৎকার যবদ্বীপীয় উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে সামাজিক স্তর অনুযায়ী একই অর্থবহ বাক্যের বিভিন্ন গঠন দেখা যায় (দ্র. গীর্টজ, প্রাইড অ্যান্ড হোমস, ১৯৮৭, ১৬৯)। বাক্যটি যদি হয় : Are you going to eat rice and cassava now (এখন ভাত এবং কাসাবা খাওয়া হবে কি)? তাহলে দরিদ্ররা ব্যবহার করেন নিম্নে উদ্ধৃত প্রথম গঠনটি, তুলনামূলকভাবে ওপরের স্তরের লোকেরা দ্বিতীয় গঠনটি এবং আরো ওপরের লোকেরা তৃতীয় গঠনটি।

ইংরেজি বাক্য	Are	you	going	to eat	rice and	Cassava	now
দরিদ্র ব্যবহৃত	Apa	Kowe	arep	mangan	Segalan	Kaspe	Saiki
ওপরের স্তরে ব্যবহৃত	napa	sampeijan	aden	neda	sckullan	kaspe	saiki?
আরো ওপরের samenika স্তরে ব্যবহৃত	menapa	Pandijangan	pededahar	sckul	kalijan	kaspe	

দরিদ্র ব্যক্তিরা শেষোক্ত গঠনটি ব্যবহার করতে চাইলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মিশেল ব্রীল শ্রেণিভিত্তিক শব্দ চয়নের উদাহরণ দিয়েছেন, কম্পোডিয়ার ভাষা থেকে। 'খাওয়ার কাজ' বোঝাতে রাজার জন্য একটি শব্দ, সমাজপতির জন্য আরেকটি শব্দ এবং সাধারণ লোকের জন্য সেখানে অন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় (দ্র. শ্লচ পূর্বোক্ত ৭২)। রাজার জন্য নির্দিষ্ট শব্দ সাধারণ লোকে ব্যবহার করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। কথ্য বাংলায় 'খাওয়া' প্রসঙ্গে ভোজন, আহার, খাওয়া, গেলা ইত্যাদি শব্দ আছে বটে কিন্তু গেলা শব্দ ছাড়া অন্য শব্দগুলোর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন হয় না।

কথ্য বাংলায় ক্রিমেশন এর জন্য পোড়ানো বা শবদাহ ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর প্রসঙ্গে পোড়ানো শব্দের ব্যবহার বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে প্রতিবাদ উঠেছিল।

গ্রেটব্রিটেনে শব্দচয়নে সচেতনতা এবং সাবধানতা প্রসঙ্গে হাডসনের বক্তব্য নিম্নরূপ:

... in Britain we are required to respond when someone else greets us; When refer to someone, We are required to take account of what the addressee already knows about him. When we address a person. We must choose our words carefully to show our social relation to him ...(পৃ. ১০৭)

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে সাড়াদান সূচক শব্দমূল 'রে' এবং 'গো' রয়েছে।—'রে' ব্যবহৃত হয় কম বয়সী এবং গরীবদের ক্ষেত্রে (যেমন কেরে) আর 'গো' ব্যবহৃত হয় তুলনামূলকভাবে বেশি বয়সী, ধনী এবং সম্মানিতদের ক্ষেত্রে (যেমন কেগো)। বেশি বয়সী, ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 'কেরে' গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রায় একইভাবে জ্বি ব্যবহৃত হয় ধনী/বয়সীদের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' ব্যবহৃত হয় অন্যত্র। কোথাও কোথাও ধনী /বয়সীদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় 'জ্বী হাঁ'। ধনী/বয়সীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হ্যাঁ ব্যবহার করলে বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে গৃহীত হবে না। অন্যদিকে কম বয়সী/গরীবদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোন ধনী অথবা অধিক বয়সী ব্যক্তি যদি ব্যবহার করেন জ্বী, তাহলে সেটিও গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে কম বয়সী/গরীব ব্যক্তি মনে করতে পারেন, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

ভারতের ধারওয়াড় অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ভাষা-পার্থক্য রয়েছে। ট্রাজিল প্রদত্ত চার্ট নিম্নরূপ (দ্র. ১৯৭৪, ৩৬) :

	ব্রাহ্মণ	অব্রাহ্মণ
ভেতর	—ওলাগে	—আগ
অসমাপিকা চিহ্ন	—লিককে	—আক
বসা	—কুঁত	—কুন্ত

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ভেতরে আসুন' এ ধরনের একটি বাক্য গঠন কতে গিয়ে কোন অব্রাহ্মণ যদি বলে—'ওলাগে আসুন', তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্যহবে না। অব্রাহ্মণকে বলতে হবে 'আগ এ 'আসুন'।

কথ্য বাংলায় বর্তমানে কোন মুসলমান কর্তৃক 'খুড়ো' শব্দের ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়। সম্বোধন, সাড়াদান এবং অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের আলাদা রূপমূল, সহরূপমূল ব্যবহার করতে দেখা যায়। সম্বোধন ফর্ম এর মধ্যে সাব/বাবুর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য, যেমন রহিম সাব/কনকবাবু ইত্যাদি। সাড়াদান গঠনের মধ্যে কি/জি/আজ্ঞে ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। 'কি' হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হয়। জ্বি এবং আজ্ঞে যথাক্রমে মুসলমান এবং হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। একজন ভাষা ব্যবহারকারীকে এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে জানতে হবে বাংলাদেশে 'রহিমবাবু' গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসলমানের ছেলে কারো কথার পিঠে যদি বলে 'আজ্ঞে' তাহলে সেটিও গ্রহণযোগ্য হবে না। পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে ব্যবহারে বৈচিত্র্য আসতে পারে। 'এই মেয়ে লোকটি কে'/ 'এই মহিলা কে';/এই ভদ্রমহিলা কে' এই তিনটি গঠনের মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত কোন মহিলার ক্ষেত্রে প্রথমটির ব্যবহার অশোভন বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় গঠনটি চলতে পারে। কিন্তু তৃতীয় গঠনটি বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

—রে/গো অর্থে সন্দ্বীপের /—লা' গঠন শুধু মেয়েরা মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। কোন পুরুষ অন্য একজন পুরুষ অথবা মহিলাকে কিরে/কিগো/কি বলেছিসরে অর্থে 'কিলা/কি বলছিসলা' বললে গৃহীত হবে না।

সন্দ্বীপে বিয়ে প্রসঙ্গে 'বিয়া করমু' (বিয়ে করব); 'বিয়া বমু' (বিয়ে বসব) 'বিয়া অইব' (বিয়ে হবে); 'বিয়া করছে' (বিয়ে করেছে); 'বিয়া করাইছে' (বিয়ে করিয়েছে), 'বিয়া দিছে' (বিয়ে দিয়েছে) ইত্যাদি গঠন ব্যবহৃত হয়। বিয়া করমু, বিয়া করছে, বিয়া করাইছে ইত্যাদি গঠন পুরুষদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে 'বিয়া বমু', 'বিয়া দিছে' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে। বিয়া অইব, বিয়া অইছে (বিয়ে হয়েছে) ইত্যাদি নিরপেক্ষ গঠন। পুরুষদের গঠন মেয়েরা ব্যবহার করলে অথবা মেয়েদের গঠন পুরুষেরা ব্যবহার করলে গ্রহণযোগ্য হবে না। সন্দ্বীপের মেয়েরা যদি বলে 'বিয়া করমু (বিয়ে করব)' অথবা পুরুষেরা যদি বলে 'বিয়া বমু' (বিয়ে বসব) তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

বলার ভঙ্গি, স্বরভঙ্গি ইত্যাদি প্রসঙ্গেও গ্রহণযোগ্যতা/অগ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন উঠতে পারে। কথ্য বাংলায় ফুটবল খেলার ধারা বর্ণনা এবং ওয়াজের (মুসলমানদের ধর্মীয় বক্তৃতা) ভঙ্গি আলাদা। ওয়াজের ভঙ্গিতে ফুটবল খেলার ধারা বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি কেউ বলে 'এখন সালাউদ্দীনের পায়ে বল। তিনি এমন জোরে বল মারলেন যে গোল হয়ে গেল। বলেন সোবহানাল্লাহ।' তাহলে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

ভাববিনিময় যোগ্যতা অথবা গ্রহণযোগ্যতা/অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটি সমাজভাষা-বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন? দুটি কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত ভাববিনিময় যোগ্যতা অথবা গ্রহণযোগ্যতা/অগ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে সামাজিক সূত্রাবলী সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত ভাববিনিময় যোগ্যতার অভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না—এ কথার অর্থ দাঁড়ায়

বাক্যের গঠন সত্যিকার অর্থে শুদ্ধ হয়নি। আমরা মনে করি বিশুদ্ধ সমাজভাষাবিজ্ঞানই সমাজভাষা—বিজ্ঞানীদের প্রধান এলাকা। ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতিকেন্দ্রিক অন্য সব আলোচনা 'ভাষার সমাজতত্ত্বে'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

রচনাপঞ্জি

রাজীব হুমায়ুন (১৯৮০)
'সমাজভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ঢাকা।
Hudson, R., A. (1980)
Sociolinguistics, Cambridge University Press, Great Britain,
Schlauch Margaret (1967)
Language and the study of the language today, Oxford University Press, London
Trudgill, Peter (1974)
Sociolinguistics an introduction, Penguin books.

ঋণ : *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, রাজীব হুমায়ুন, আগামী প্রকাশনী : ঢাকা